নাড়ু গোলালের দুধ খাওয়া কিংবা সমুদ্রের নোনা জল মিষ্টি জলে পরিণত হওয়া কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়, আসলে আদিম রাজনীতিবিদদের হিন্দুত্ববাদ জাগিয়ে তোলার কুটকৌশল

সুব্রত বিশ্বাস

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের মাহিম ও গুজরাটের ভালসাদে আরব সাগরের জল মিষ্টি হয়ে যাওয়া এবং তার দুদিনের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্র দেবদেবী'র দুধ খাওয়ার চাঞ্চল্য সৃষ্টির পেছনে হিন্দু-ধর্মের অন্ধ বিশ্বাস ও কু-সংস্কারেরই অভিব্যক্তি। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের সমুদ্রের জল হঠাৎ মিষ্টি জলে পরিণত হওয়াকে ধর্মীয় আবেগে পূণ্য জল মনে করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মষ্টমীকে কেন্দ্র করে নাড়ু গোপালের দুধ পানের ঘটনা নতুন করে অন্ধ বিশ্বাসের মূলে জল সিঞ্চন। কেননা গোপাল, গণেশ, শিব, কালীর দুধ খাওয়ার অলীক ঘটনার সূত্রপাত নতুন কিংবা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। যারা আদিম রাজনীতির ধারক তারা মাঝে মধ্যে এরূপ ঘটনার সূত্রপাত করে থাকেন। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দলগুলো ধর্মীয় আবেগ জাগিয়ে তোলার অপচেষ্টায় গণেশের দুধ খাওয়ার অবতারনা করে। ১৯৯৫ সালে বিজেপি গণেশের দুধ খাওয়ার গুজব ছড়িয়ে পুনরায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছিল। সেই সময়ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়ে বলেছিলেন মূর্তির দুধ খাওয়ার ঘটনার পেছনে কোন 'অলৌকিক' বা 'অতিপ্রাকৃতিক' বিষয় নয়। সর্বশেষ বিগত নির্বাচন উপলক্ষে কৃষ্ণ ও অর্জনের ভাবমূর্তির্র অবতার সেজে ত্রিশুল হাতে আদবানীর দেশব্যাপী রথযাত্রা একই উদ্দেশ্যের অংশ বিশেষ।

এবার গোপালের দুধ খাওয়া শুধু ভারতে নয় বাংলাদেশেও ঘটেছে। এমনকি আমেরিকার নিউইয়র্কের সানিসাইডেও গোপাল দুধ খেয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপনাও করেছেন এমন একজন আনন্দের আতিশয্যে ফোন করে খবর দিলেন। কিন্তু প্রতিউত্তরে আশানুরূপ সমর্থন না পাওয়ায় বিরক্ত হয়েছেন বলেই মনে হয়েছে। অন্য আরেকজন তিনিও বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, এখানে কেমিষ্ট হিসাবে চাকুরী করেন এবং নিজেকে প্রগতিশীল ও আধুনিক রাজনীতির ধারক বলেও দাবী করে থাকেন, বললেন শুধু আমি নয় সাক্ষী তো অনেক, সুতরাং কিভাবে অস্বীকার করি। রাতে কাজে থেকে বাসায় ফিরে দেখতে পেলাম তিনি ইন্টারনেটে দুনিয়াব্যাপী আনন্দের খবরটি ছড়িয়ে দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য বিশ্বাসই ধর্মের মূল ভিত্তি। এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সেটা যারা মেনে নিয়েছে তারা বিশ্বাসী, যারা মানেনি তারা অবিশ্বাসী। যুক্তিতর্ক প্রমাণটমানের বালাই নেই স্রেফ বিশ্বাসের ব্যাপার। দৈব মূর্তির 'দুধপান' যে কোন অলৌকিক নয়, নিছকই পদার্থের পৃষ্ঠটান ও সান্দ্রতা ধর্মের উদাহরণ, যে ধর্মের কারণে কৃষ্ণ, গণেশ, শিব বা কালী মূর্তিকে একইভাবে কেরোসিন বা অ্যালকোহলও পান করানো যায়। অবশ্য কোহলে দেবতারা অভ্যস্ত, কেহ কেহ গাঁজা-ভাঙেও, তবে কেরোসিনে বোধ হয় ততটা নয়। কিন্তু বিশ্বাসীকে বুঝাবে কে? হিন্দু ধর্মে সূর্য পূজা, চন্দ্রপূজা, সর্প পূজা, শিবলিঙ্গ পূজার ন্যায় অলীক ও কুৎসিৎ পূজার প্রচলন যেমন আছে, দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলী, দেবতাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে গঙ্গায় শিশু সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ ও বিধবা বিবাহ ধর্ম বিরোধী এরূপ নিষ্ঠুর ও অমানবিক জগন্য রীতি নীতিও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। সতীদাহ, সন্তান বিসর্জন, নরবলী প্রকাশ্য নৃশংসতা বলে বন্ধ হলেও গোপন নৃশংসতা বন্ধ করা কঠিন। বিধবা বিবাহ এখনও হিন্দু সমাজ মেনে নিতে পারেনি। বিধবা বিবাহের কথা ভাবতে আজও হিন্দু সমাজের রক্ত বরফ হয়ে যায়।

এবারের জল পান ও দুধপানের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে বিজ্ঞানীরা হাতে কলমে পরীক্ষ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, সারকেস টেনশান বা পৃষ্ঠটান এর ভিসকোসিটি বা সান্দ্রতা (তরলের গড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা)-এর সূত্র মেনে কিভাবে ঘটতে পারে এমন ঘটনা। কিভাবে চুনা পাথর অথবা চিনা মাটির মূর্তি, মাটির খেলনা এমনি মাথার খুলিও অবলিলায় চামচ থেকে দুধ টেনে নিতে পারে। পৃষ্ঠটান বা সাতন্দ্রতার পাশাপাশি কোন বস্তু বা মূর্তি যে উপাদানে তৈরী তার ক্যাপিলারী ক্ষমতা অথবা কৌণিক বল কতটা সক্রীয় তার উপর নির্ভর করে মূর্তি বা কোন বস্তুর গা দিয়ে দুধ গড়িয়ে নামবে নাকি মূর্তি বা সেই বস্তু দুধ শুষে নেবে। সুতরাং বস্তু কি উপাদানে তৈরী সেইভাবে সেই বস্তুর পৃষ্ঠটান নির্ভর করে। অন্যদিকে কোন বস্তুর মধ্যে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ছিদ্র মিলে চুলের মতো অতি সুক্ষ্ম যে নলাকার গঠন করে তাকে বলে কৌণিক নল। মাটি, চুনাপাথর বা চিনামাটির তৈরী মুর্তির এই কৌণিক নল বেশী। মরার খুলিতে কৌণিক নল আরো বেশি। ফলে ঐসব বস্তুর ক্যাপিলারীও বেশি। তাই এই বস্তুর গায়ে চামচ দিয়ে যদি দুধ ধরা হয় তাহলে দ্রুত তা শুষে নেবে। দেখলে মনে হবে মুর্তি বা মরার খুলি দূধ খাচ্ছে। এছাড়া সাদা পাথরের মূর্তি যদি হয় তাহলে তার মুখে চামচে করে দুধ ধরলে তার গা বেয়ে যদি দুধ নামে তাহলে তা চট করে চোখে দেখে বুঝা যাবেনা। কালো কষ্টিপাথরের মূর্তি যদি হয় তাহলে তা সহজে দেখা যাবে। এই ঘটনা যাতে মানুষের চুখে না পড়ে তার জন্য কালো কষ্টি পাথরের মূর্তি ফুলমালা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়

বলে বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তবে মূর্তিকে হাজার চেষ্টা করেও খিচুরির মতো আধা তরল অথবা শক্ত কোন খাবার খাওয়ানো যাবেনা।

আসা যাক জলের ব্যাপারে। বর্ষায় সমুদ্র জলের নোনা ভাব কমে যাওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মহারাষ্টের মাহিম অথবা গুজরাটের ভালসাদের যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে সেই জায়গাটা সমুদ্রের খাঁড়ি অঞ্চল। নদীর মিষ্টি জল এই জায়গা দিয়ে সমুদ্রে এসে নামে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে প্রবল বর্ষায় অনেক অঞ্চল ডুবে গেছে। বিপুল পরিমাণ ঐ জল নদীপথে সমুদ্রে এসে মিশেছে, ফলে বৃষ্টির মিষ্টি জল খাঁড়ি ঘেঁষা অঞ্চলে সমুদ্রের জলের নোনতা ভাব অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। এছাড়া নদীর মিষ্টি জলের তুলনায় সমুদ্রের নোনতা জল অনেক ভারী। তাই নদী দিয়ে বর্ষার প্রচুর জল যখন সমুদ্রে এসে পড়ে তখন এই আপাত হালকা জলের স্তর সমুদ্রের ভারী নোনা জলের ওপরে ভাসতে থাকে। এই দুই ধরনের জল মিশে যেতে সময় নেয়। সে কারণেও বর্ষায় সমুদ্রের খাঁড়ি অঞ্চলের জলে নোনা ভাব খুব কম থাকে। ফলে অন্ধ কু-সংস্কারের বলে সমুদ্রের এই দূষিত জল খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বেন বলে বিজ্ঞান মঞ্চ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ মিষ্টি জলের বুজরুকি উপেক্ষা করে সমুদ্রের জল পান করতে নিষেধ করেছেন এবং সৈকতে পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে।

অতএব সচ্ছল, আলোকপ্রাপ্ত সভ্যতার উজ্জ্বল কেন্দ্রে যুক্তিবাদীরা ভিড় করে থাকলেও তার আনাচে-কানাচে যে কু-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও নিয়তিবাদের আঁধার এবং তাতে হতভাগ্যদের ভিড় যে এখনও বর্তমান অস্বীকার করা যাবে? আদিম রাজনীতিবিদ ও বিত্তবানরা দেবতাকে দুধ খাওয়াতে সবিশেষ আগ্রহী কারণ তারা বুজরুকিটা জানেন। তাই বুজরুকিটা তাদের চালাইয়া যাওয়া দরকার।

৮/২২/০৬